



## বারির নতুন মহাপরিচালক ড. ওহাব

কৃষি ও সঞ্চালনা ভেত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বারির নতুন মহাপরিচালক হিসেবে ড. মো. আব্দুল ওহাব নিয়োগ পেরেছেন। গত ফসলবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব বোর্শেলি আক্তার স্বাক্ষরিত এ আদেশ জারি করা হয়। গত ৩০ জানুয়ারি প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. আব্দুল কলাম আহমদের স্থলাভিষিক্ত হন ড. মো. আব্দুল ওহাব। এ পূর্বে বোঙ্গাল্যান্ডের আগে তিনি একই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। বারির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৯৮৭ সালে দেশের পূর্নী কৃষি বিজ্ঞানী ড. আব্দুল ওহাব বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কাম শুরু করেন। ড. ওহাব বারিশাল আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ জেহাঙ্গিহে ভাসবান বেতে সর্বলি চাব প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে মফলতরর সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। ড. আব্দুল ওহাবের জন্মস্থান রাজবাড়ী জেলায়। মফল বিজ্ঞানী হিসেবে দেশের কৃষকের ব্যবহার উপযোগী ধানের যতপাতি উত্থাবনে অগ্রলী ভূমিকা পালন করে আনছেন তিনি। ড. ওহাব এ পর্যন্ত ১০টি কৃষি যতপাতি উত্থাবন করেছেন। তার গবেষণালব্ধ অধিভক্তা কাজে মাগানোর জন্য আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (IFDC) ২০১১ সালে ৪ বছরের জন্য তাকে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী (কৃষি প্রকৌশল) হিসেবে নিয়োগ দেয়। সেখানে গবেষণার সময় তিনি মাত্রি বিচে পুটি সার প্রকল্পের দুই খরনের যত উত্থাবন করেন।

শনিবার

০১ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৮ পৃষ্ঠা ১৪১৬

০১ কলকাতা বর্ষ ১০০০ খ্রিষ্ট

০১ নং বি.০-১৯৯২ ০১০৮ ১৪১৬-১০০

পৃষ্ঠা ১, ২, ৩, ৪, ৫

## বারি'র মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করলেন ড. মো. আব্দুল ওহাব

পাঞ্জীপুর প্রতিদিন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর নতুন মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন ড. মো. আব্দুল ওহাবগত নৃসম্পত্তিবার কৃষি যন্ত্রপাণয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান এর কাছে যোগদানপত্র প্রদানের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বারি'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ড. মো. আব্দুল ওহাব ১৯৬১ সালের ১০ই মে রাজবাড়ী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। বারি'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ড. মো. আব্দুল ওহাব বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল এ কর্মরত ছিলেন। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি প্রথমে জামাল বেড়ে সবজি চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয় হাড়াও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর এ প্রায় ১০ বছর সফলভাবে কৃষকের উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ করেন। সফল বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রকোশীন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পিহিট, প্রাকটিকেল একশন এ কাজ করেন। দেশি বিনৈশি বিভিন্ন ম্যাক্রোইফিক জার্নালে তাঁর ২৬টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, জাপান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো ভ্রমণ করেন। এছাড়া তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনস বাংলাদেশ, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের সদস্য। তিনি সফল বিজ্ঞানী হিসেবে বিএআরআই ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ থেকে স্বীকৃতি



পেয়েছেন। তিনি দেশের কৃষকের উপযোগী বাহার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১০টি কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত কৃষক ব্যবহার করছেন। তাঁর গবেষণাপত্র জ্ঞান/অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (ওকউই) ২০১১ ইং সাল থেকে ২০১৫ ইং সাল পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী (কৃষি প্রকৌশল) হিসাবে নিয়োগ দেন। তিনি ওকউই তে গবেষণা কাজ করার সময় ২ ধরনের মাটির নিচে গুটি সার প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত সার প্রয়োগ যন্ত্র ওকউই এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হয়। মেনেগালের একটি কৃষি মেলায় ওকউই এর উপে ২০১৩ সালে গুটি সার প্রয়োগ যন্ত্র প্রদর্শিত হয় যা আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নজরে আসে। বাংলাদেশী এ বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন যা দেশী বিনৈশি অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফসল উৎপাদনে সার সাশ্রয় ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে মাটির নিচে গুটি সার প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভাবনে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ২০১৩ সালে ওকউই এর প্রেসিডেন্ট ড. মো. আব্দুল ওহাবকে অধিকতর জ্ঞানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন যা তিনি ওকউই এর প্রধান কার্যালয়, অলাপাবাসা, আমেরিকা থেকে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে গ্রহণ করেন।

# বাংলাদেশ কৃষি

৩২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ১৯ মাস ১৪২৬ বাংলা

## বারি'র মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করলেন ড. মো. আব্দুল ওহাব

আব্দুর রহমান, গাজীপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর নতুন মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন ড. মো. আব্দুল ওহাব। ৩০ জানুয়ারি ২০২০ কৃষি-মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান এর কাছে যোগদান পর শ্রদানের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে বারি'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ড. মো. আব্দুল ওহাব ১৯৬১ সালের ১০ই মে রাজবাড়ী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিত ভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ হন। বারি'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ড. মো. আব্দুল ওহাব বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষিগবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল এ কর্মরত ছিলেন। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি প্রেক্ষণে ভাসমান বেতে সবজি চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বিএসআরআই এর প্রধান কার্যালয় ছাড়াও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর এ প্রায় ১০ বছর সফল ভাবে কৃষকের উপযোগী অনুষ্ঠিত উদ্ভাবন ও মারি পর্যায়ে মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ করেন।

সফল বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন বিশেষজ্ঞ হিসাবে সিমিটি, প্র্যাকটিক্যাল একশন এ কাজ করেন। সেপি বিশেষি বিভিন্ন সায়েন্সিফিক জার্নালে তাঁর ২৬টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান গবেষণাবিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ

প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জার্সি, মেনারপ্লাস, জাপান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো ভ্রমণ করেন। এছাড়া তিনি ইন্ডিনিয়ার ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের সদস্য। তিনি সফল বিজ্ঞানী হিসাবে বিএসআরআই ও ইন্ডিনিয়ার ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন।



তিনি দেশের কৃষকের উপযোগী শামায় যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১০টি কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত কৃষক ব্যবহার করছেন। তাঁর গবেষণাগার জ্ঞান/অভিজ্ঞতা কাজে প্রয়োগের জন্য আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (IFDC) ২০১১ ইং সাল থেকে ২০১৫-ইং সাল পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী (কৃষি প্রকৌশল) হিসাবে নিয়োগ দেন। তিনি

IFDC তে গবেষণা কাজ করার সময় ২ বরনের মাটির নিচে গাট সার প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তার উদ্ভাবিত সার প্রয়োগ যন্ত্র IFDC এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হয়। সেনেগালের একটি কৃষি মেলায় IFDC এর স্টলে ২০১৩ সালে গাট সার প্রয়োগ যন্ত্র প্রদর্শিত হয় যা আমেরিকার প্রাকৃতিক স্ট্রিক্টেট বারাক ওবামার নজরে আসে। বাংলাদেশী এ বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনকেই নিয়ন্ত্রণী গ্রহণ করা হয় বা দেশী বিশেষি অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলস্বরূপ উৎসাহিত সার সাহায্য ও পরিশেষে রফার ক্ষেত্রে মাটির নিচে গাট সার প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভাবনে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ২০১৩ সালে IFDC এর প্রেসিডেন্ট ড. মো. আব্দুল ওহাবকে Award প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন যা তিনি IFDC এর প্রধান কার্যালয়, আগাবানা, আমেরিকা থেকে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে গ্রহণ করেন।

# BARI gets new DG

Eduvista Desk

Dr Md Abdul Wahab joined as Director General to Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) formally on January 30, 2020.

Dr Wahab joined BARI on 1987 as Scientific Officer and then gradually promoted to Chief Scientific Officer. He also contributed in different projects as project director and different areas to expand usable technical tools related to farming in field level research projects.

As a successful scientist Dr Wahab worked in different international organiza-



tions and took part in workshops, seminars, symposiums in different countries. His 26 research paper has been published in local and international renowned journals.



খনি চাষ না করেই আলু আবাদ করেন কৃষক রবীন্দ্র ঢালী

• আমাদের সময়

## কয়রায় বিনা চাষে আলু উৎপাদন

শেষ মনিরুজ্জামান কর্তার (ফুলনা) •

জমি চাষ না করেই আলু লাগানোর কৃষক রবীন্দ্র ঢালীকে অনেকেই তুচ্ছ-অস্থিলা করত। বাড়ির পাশের হরাজ কুমার বনেই দিয়েছিলেন, 'কষ্ট করে লাভ নেই। বিনা চাষে আলু হয় না।' কথাই আছে, 'খোঁচ চাষে আলু'। কিন্তু মাত্র সের মাসের ব্যবধানে সেই উপহাসকারী প্রতিবেশী থেকে শুরু করে এলাকার মানুষ অথবা বিশ্ব নিয়ে ভাবিয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথ ঢালীর বিনা চাষের আলুর ক্ষেতের দিকে।

ফুলনা গুর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পুরের সুন্দরবন সংলগ্ন কুমরা উপজেলা সদর। সেখান থেকে আরও চার কিলোমিটার গেলে ৩ নম্বর কয়রা গ্রাম। ওই গ্রামের কৃষক রবীন্দ্রনাথ ঢালীর বসতবাড়ি পাথেরে ১২ বিঘা জমির প্রায় পুরোটাই অনাবাদি। শুধু মাঠপানের ১০ শতক জমিতে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে গোলআলুর গাছ। বিনা চাষে রোপণ করা ওই যোগালালুর সবুজ গাছের সঙ্গে এলাকার কৃষকের বিস্ময় আর আগামীকালের স্বপ্নও মনে ফুটে উঠেছে।

সরেজমিন ঘুরে এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, লেনায় অত্যন্ত করসা উপজেলায় মাত্র একটি ফন্দা হয়। সেটা বর্ষা মৌসুমে; আমন ধান। অতীতকালে অবশ্য নোনা পানিতে চিহ্নিত চাষ করে। যারা চিহ্নিত চাষ করে না, তাদের জমি যাকি সময় অনাবাদি থাকে। সেই অনাবাদি জমিতে এবারই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে 'বিনা চাষে' আলু রোপণ করেন রবীন্দ্র ঢালী। লবণাক্তসহিষ্ণু আলুর নতুন জাতের বাঁচ থেকে শুরু করে সার্বিক সুস্থায়িত্বের ব্যবস্থার ব্যালায়েন্স কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) সাবেজমিন গবেষণা বিভাগ।

'ওই বিলাপের বৈজ্ঞানিক সহকারী জাহির হুসাইন বিনা চাষে আলু রোপণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন রবীন্দ্র ঢালীকে। প্রথমে রাগি না হলেও পরে তিনি স্বীকৃতি দেন। ১০ শতক জমিতে রোপণ করেই ৮০ কেজি আলুর বীজ। প্রথম দিকে অনিত্যতা থাকলেও মাত্র দেড় মাস পর মুখে হালি ফুটতে শুরু করে আর।

চাষের স্বল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢালী বলেন, ধান কাটার পর জমি পুরোপুরি শুকাননি, জমিতে গাল ছিল। সেই কাদামাটির ওপর নীচ টানিয়ে সারি সোজা করে বীজ আঁচু বসিয়ে দিয়েছিলেন। এক সারি আলু থেকে আরেক সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার। প্রতি সারির একটি বীজ থেকে আরেকটির দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার। আলুর ওপর

খোঁচের ছড়িয়ে আর ওপর পড়কুটা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। এতেই সেনা ফলেছে আলুর ক্ষেতে।

তবে বিনা চাষে আলুর ফলন ভালো হয় কিনা, এই কথা থেকে কিছু জমিতে চাষ করে আলু জাগিয়েছেন তিনি। হাতের ইশারায় সেই ক্ষেত দেখিয়ে বললেন, 'ওই ক্ষেতে তার ১৬ বার মাটির চাষ দেওয়া সেখানে, মাটি একেবারেই ফুলার আলার দিলে সেখানে রোপণ করেছেন বীজ আলু। আর সেচ, সার, কীটনাশক মিলিয়ে অনেক রকম হয়ে গেছে। তা হোক আলুগাছের গোড়া-বীজানো আর মঞ্জুরি স্বরূপ অনেক। সেই ফুলনায় বিনা চাষে একেবারে কম খরচে ফলন পেয়েছেন এই আলুর ক্ষেতে।' কৃষক রবীন্দ্র নাথের দেখানো আরও অনেকেই এতই দেখাচ্ছেন চারদিক পছন্দের আলু রোপণে।

বিনা চাষে আলু রোপণে সফলতা পেয়ে অনেক দৃষ্টি কৃষক রবীন্দ্রনাথ ও পরিবার। রবীন্দ্র নাথ বলেন, প্রথমে নিচু জমিতে খিলের মধ্যে চাষ না করে আলু লাগাতে আশ্রয়ী ছিলাম না। পরে কৃষি গবেষণা বিভাগের পরামর্শে আশ্রয়ী হয়ে উঠি। চাষাবাদের পর সুন্দর গাছ দেখে ও গাছের গোড়ায় আলু দেখে স্থানীয় আরও অনেক কৃষককে বিনা চাষে আলু আবারের পরামর্শ দিচ্ছি। এ পদ্ধতিতে খরচ কম আর আলুর ফলন ভালো হওয়ায় ভবিষ্যতে পুরো জমিতেই আলু রোপণ করবেন বলে জানান তিনি।

কৃষি গবেষণা কর্তার বৈজ্ঞানিক সহকারী জাহির হুসাইন বলেন, নিকাশাঙ্গে আমন ধান কাটার পর মাটি শুকানতে অনেক বেশি সময় নেওয়ার কারণে মটিক সময়ের আলু চাষ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ধান কাটার পর জমি ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিনা চাষে আলু আবারের সুযোগ ঘটে। এ পদ্ধতিতে আলুর স্বেচ্ছা কখনো আলু বেশি সুস্থ হয় এবং এর স্বাদও অস্বাদ্য হয় না।

কৃষি গবেষণা বিভাগ ফুলনায় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হারুন আর রশীদ বলেন, কর্তার অনেক জমি আমন ধান কাটার পর শুকো থাকে। ওই পড়ে থাকা জমিতে যদি এলাকার কৃষকরা বিনা চাষে আলু উৎপাদন কৌশল দেখে ও শিখে নিয়ে চর্চা করেন, তবে তারাও লাভবান হবেন। আর একেবারেই পরিবার ও দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় তারাও অবদান রাখতে পারবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন।



## শীতদেশের টিউলিপ বৃহত্তম ব-দ্বীপে

**রুহুল আমীন, শ্রীপুর (গাজীপুর)**

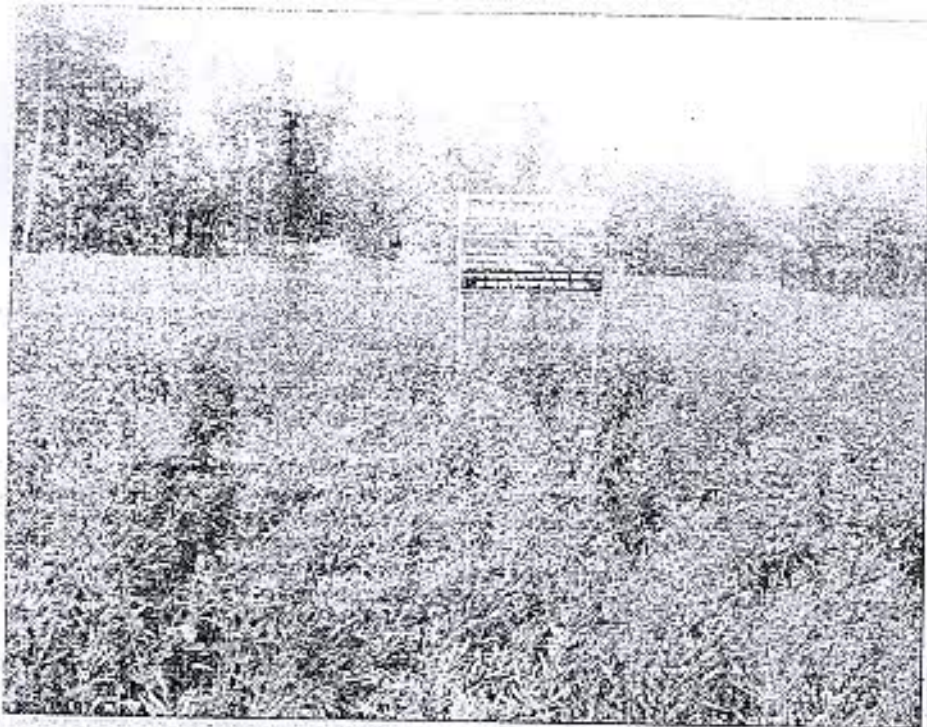
গাজীপুরের শ্রীপুরে কেবল পূর্ববর্ত গ্রামের নেওয়ার হোসেন তার খামারে ফুটিয়েছেন হ্যাচারে ফুল টিউলিপ। সাধারণত শীতের নেপের ফুল হলেও তিনি তার খামারে এ ফুল ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিদিন ভিন দেশি এ ফুল দেখতে বিভিন্ন স্থানের মানুষ ভিড় জমাচ্ছে। নেওয়ার এর আগে আববেরা, প্রাতিউলাস, রজনীগন্ধা, বাহারি রঙের চাহনা গোলাপ চাষেও ব্যাপক সফল্য পেয়েছিলেন।

সান খার, শীত বৌসুমে হাজার হাজার পর্টিক ভিড় করে হ্যাচারে বাহারি রঙের টিউলিপ বাগানে। বর্তমানে শীত টিউলিপের রূপ তত বেশি নান্দনিক। বাহারি রঙের টিউলিপ ফুলে দুই হাজার পর্টিকর। সেই দুই হাজারে খিরে বছরে লাখ লাখ টিউলিপ ফুল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে হ্যাচার। পৃথিবীর শীতল দেশগুলোতে টিউলিপ বেশি চাষ হয়। তবে সবচেয়ে বেশি এ ফুলের চাষ হ্যাচারে। টিউলিপ হ্যাচারে ফুল হিসেবে বেশি পরিচিত। এ ফুল চাষে তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রির নিচে প্রয়োজন। এর বেশি তাপমাত্রা হলে রপন ভালো হয় না। পৃথিবীতে ১৫০ প্রজাতির টিউলিপ ফুল রয়েছে। তবে মাল, বেগনি, সাদা, হলুদ, পিঙ্ক রঙের টিউলিপ বেশি নান্দনিকতা রাছার। সেই টিউলিপের মুক্ততার আটকে পড়েন ফুলচাষি নেওয়ার হোসেন। স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশের মটীতে বহু রঙের নান্দনিক টিউলিপ ফুটবে। শোভা ছড়াবে বাগানে। আমনানি নির্ভরতা কমবে টিউলিপের চাহিদা কমাতে। এ স্বপ্ন অসম্ভব হলেও নেওয়ার সেই স্বপ্ন ফুটে পেয়েছেন। তার বাগানে তিন রঙের টিউলিপ ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। এখন স্বপ্ন দেখলে বাণিজ্যিক ভাবে টিউলিপ চাষ করার। মৌসুমিক রোগরোগের স্বয়ংক্রিয়ী ফুল চাষি নেওয়ার হোসেন বলেন, এ অন্যতম

অনুভূতি কাজ করছে মনে। বাগানে এখন তিন রঙের টিউলিপ ফুটেছে। যা অসম্ভব বলে সবাই জানত। তা আমাদের বাগানে তিন রঙের টিউলিপের সমাহার এক সন্মানের দার বুলে গিল। তিনি বলেন আমাদের বাগানে এক হাজার টিউলিপ বাধ (খীল) হ্যাচার থেকে এনে রোপন করা হয়েছে। জমিতে গেভ তৈরি করে সারি সারি করে রোপন করা হয়েছে টিউলিপ। নগরই আসে একটি লগ রঙের টিউলিপ ফুল ফুটে। কয়েকদিনের ব্যবধানে আরও বেশ কিছু লাদসহ বেশনি টিউলিপ ফুটল। এ সময় তিনি আরো বলেন, আমাদের উচ্চতর শীত প্রধান রেখা গাফগতসহ বেশ কিছু অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশ কম থাকে। সে সব এলাকার এ টিউলিপ চাষ হতে পারে সহজেই। কেউ উৎসাহী হলে তিনি টিউলিপ ফুলের তত সরবরাহ থেকে শুরু করে সব ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে চান।

শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ এএসএম মুহীউদ্দীন হোসেন বলেন, টিউলিপ ফুলের চাষ এদেশে বড় পরিসরে এখনো শুরু হয়নি। বাণিজ্যিকভাবে অনেকটাই বাড়ির উঁচু চাষ করতে শোনা যায়। কিন্তু বাণিজ্যিকভিত্তিক টিউলিপ ফুল চাষে নেওয়ার হোসেন যে স্বপ্ন দেখালেন, তা অত্যন্ত সন্মাননীয়। তার দ্যত খরে এর আগে আববেরা, প্রাতিউলাসসহ বেশ কিছু ফুল চাষ ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যান তত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. কবিজা আব্দুল মান্নার বলেন, টিউলিপ শীত প্রধান দেশের ফুল। আমাদের দেশে কেউ কেউ পরীক্ষামূলক চাষ করে সফল হয়েছে। আমরার গবেষণা করছি কোয়ালিটি নির্ধারিত করে টিউলিপ ফোটার। গত পাঁচ বছর ধরেই এ টিউলিপ নিয়ে কাজ করছি। সন্মাননয়ন বলা খার আশাধিকে টিউলিপ চাষে।



কুড়িগ্রাম : ভালো ফলন হওয়া সরিষার ক্ষেত

-সংবাদ

# বোরোর আগে 'বোনাস' সরিষা আবাদে লাভবান কৃষক

## প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামের উলিপুরে প্রদর্শনীমূলক সরিষা চাষ করে লাভবান হয়েছে কৃষক। বোরো ধান মাগানের আগে সরিষার বাড়তি ফলন অন্যান্য কৃষকদেরও অমস্বী করে তুলেছে। পাশাপাশি সরিষা ক্ষেতে মৌসুম করণে বাড়তি আয়ের সুখ দেখছেন তারা।

জানা যায়, চলতি বছর উলিপুর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় ১ ফাজার ৫০ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করা হয়। এছাড়াও সরকারি সহযোগিতায় ৮ হেক্টর জমিতে ৪০টি কৃষি সরিষা প্রদর্শনী প্রুট করা হয়েছে। সেখানে ধান আবাদের অগম্য এই সরিষা চাষ কৃষকদের জন্য যেনাদ ফলস্ব হিসেবে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ফলে আগের কৃষক অমস্বী হয়ে উঠেছে মধ্যবর্তী এই সরিষা চাষে। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানিয়েছে, কৃষকদের সহায়কিতবে বারি-৩, বারি-১৪, বারি-১৫ ও টেক্স-৭ প্রদর্শনী প্রুটের জন্য সরকারই করা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় আত চাষ করেছে কৃষকরা। অবশ্যইয়া অনুকূলে থাকায় এবার সরিষার বাড়তির ফলন হয়েছে। জেলা তেলের ব্যাপক সহিদা ও পরিষ্কৃত ঠাকুর থাকায় এবারে সরিষার ভালো মূল্য পাবেন কৃষকরা। প্রতি নিয়া জমিতে ৬ থেকে ৭ মণ সরিষা ফলন পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপজেলার হাতিবা ইউনিয়নের আলতপুর গ্রামের কৃষক জামাল উদ্দিন, ফজলুল হক ও রফিকুল জানান, মনিরুজ জামে ফলন হয়েছে। বরফও কম লাগে। সরিষার পরে বোরো আবাদে কম ব্যয় লাগবে বলে কৃষি অফিসাররা জানিয়েছেন। আমন ও ইরি-বোরোর পর সব্যবর্তী এই কল কৃষকদের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। ফলে অন্যান্য অমস্বী হয়ে উঠেছে।

কলাইগাছ ইউনিয়নের পূর্ব-কালুচাল গ্রামের মৌচাচি

আশরাফুল আলম সরকারিভাবে তার প্রদর্শনী সরিষা প্রুট ৭০টি মৌসুম নাগিয়েছেন। ইতোমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে মধু আহরণ শুরু করেছেন তিনি। তার মধু এখন কুড়িগ্রামে বিভিন্ন বাজারগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে উলিপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কুহিবিন সাইফুল ইসলাম জানান, উপজেলার এবার উচ্চ ফলনশীল বারি-১৪ ছাড়াই সরিষার আবাদ কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক স্তরে ছাটিয়েছে। কম পরিশ্রমে বেশি লাভ হয় এ সরিষা চাষে। সরিষা কৃষকেরা মধু পুরনের পাশাপাশি তেলের তেলের ঘাটতি পূরণেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কৃষি বিভাগ থেকে কৃষকদের সব ধরনের সহায়তা দেয়া হচ্ছে বলে এই কর্মকর্তা জানান।

# Modern tech use can cut groundwater extraction

## News Desk

TANORE, Jan 27: Agricultural experts at a meeting stressed the need for promotion of new irrigation technologies for minimizing the dependence on groundwater for irrigation as it would not hamper crop production in the Barind region

tional ones to lessen the gradually mounting pressure on groundwater resources in the Barind area, they said.

Irrigation, and Water Management Division in BARI organized the meeting styled "Demonstration of Water-saving Irrigation Technologies in Crop Production at Farmers level"

training on how to enhance crop production through using deficit irrigation side by side with reducing use of water and fertilizer in farming fields.

BARI's On Farm Research Division (OFRD) is implementing the project in the barind area with the main thrust of familiarizing the

was in the chair.

OFRD Principal Scientific Officers Dr Mazharul Anwar and Dr Jagadish Chandra Barman and Senior Scientific Officer Dr Shakhawat Hossain, Upazila Agriculture Officer Shamimul Haque and Assistant Engineer of Barind Multipurpose Development Authority Shariful Islam also spoke disseminating their expertise on the issue.

Responding to a question Dr Sultan Ahmed told the audience that around 35 to 40 percent irrigation water can be saved through using only alternate furrow technology without hampering any crop yield.

This technology is appropriate for irrigating various line-sowing cash crops like tomato, maize, potato and sunflower.

Replying to another query Dr Ahmed categorically mentioned that around 17,000 crore litres of groundwater can be saved through using this technology in potato farming only in the Tanore Upazila every season.

On the other hand, 28 to 30 percent crop yield can be enhanced after saving 45 to 48 percent irrigation water through applying the drip-fertigation method than that of the conventional ones.

Other scientists mentioned that if the water-saving irrigation technologies were made popular among the farmers in the Barind area any sort of disaster can be averted through reduction of groundwater extraction.

Besides, the farmers, as a whole, can improve their living and livelihood condition through boosting their farming outputs.

(Inputs taken from BSS)



TANORE: Agricultural experts speaking at a day-long farmers' field-day meeting organised by Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) for promoting new technologies to minimize the dependence of groundwater in irrigation.

Photo: Internet

of Rajshahi.

They made up this observation at the day-long farmers' field-day meeting of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI).

Experts said that the BARI has developed various improved water-saving irrigation technologies.

Farmers should be encouraged to use these technologies instead of the conven-

under Groundwater Resource Management Project held at Goolchandpur village under Tanore Upazila in the district.

Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) supported the meeting attended by around 120 grassroots farmers both male and female who were given practical ideas about the technologies and using process.

They were also imparted

farmers with the water-saving irrigation technologies so that they can derive total benefits of those.

BARC Member Dr Sultan Ahmed and its Chief Scientific Officer Dr Nazmun Nahar Karim and Project Consultant Dr Ahmed Ali Hassan addressed the meeting as resource persons while Principal Investigator of the project Sujit Kumar Biswash